ভোলা : ব্রি-৬ আমন ধান কর্তন অনুষ্ঠানে কৃষক-কর্মকর্তারা -সংবাদ

ভোলায় ব্রি-৬ ধান হেক্টরে উৎপাদন ৭.১৫ টন

সফল কৃষক বিপ্লব

জেলা বার্তা পরিবেশক, ভোলা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আবিস্কৃত আমন জাতের ব্রি-৬ ধান এর সর্বাধিক উৎপাদন এবার দ্বীপ জেলা ভোলায় হয়েছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয়েছে ৭ দশমিক ১৫ মেট্রিক টন। এর আগে এর উৎপাদন ছিল ৫ দশকি ২৫ মেট্রিক টন। গত রোববার ভোলার সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নে সবুজ বাংলা কৃষি খামারে এই ধানের ফলন আনুষ্ঠানিকভাবে কাটার সময় এ তথ্য জানান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহামরিচালক আসাদুল্লাহ ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাজাহান। ওই খামারের ৫ হেক্টর জমিতে এই ধান পরীক্ষামূলক প্রথম চাষ করা হয়। উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ৩৫ দশকি ৭৫ মেট্রিক টন। ধানের এমন সফল উৎপাদন দেখাতে কৃষকদের উৎসাহিত করতে রোববার ওই খামারের মাঠে শস্য কর্তণ ও মাঠ দিবস পালন করে কৃষি বিভাগ।

এ সময় ভোলার জেলা প্রশাসক তৌফিক ইলাহী চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন– কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পাশপাশি ওই দফতরের পরিচালক মনিরুল আলম, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক তাওফিকুল আলম, ভোলার উপ-পরিচালক এনায়েত উল্লাহ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও সবুজ বাংলা কৃষি খামারের প্রোপাইটর ও বাণ্ডা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ানুর রহমান বিপ্লব মোল্লাহ।

উপ-পরিচালক এনায়েত উল্লাহ জানান, এ বছর ভোলায় প্রায় ১০ লাখ মিট্রিক টন খাদ্য (ধান) উৎপাদন হবে। জেলার চাহিদা পূরনের পর উদবৃত্ত থাকবে ৫ দশকি ২০ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউটের আবিস্কৃত ব্রি-৬ হাইব্রিড জাতের ধান জেলার সর্বত্র চাষ করলে উৎপাদন আরো বাড়বে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা। বপ্লব মোল্লাহ নিজেকে একজন শিক্ষিত কৃষক দাবি করে যুগান্তরকে বলেন, প্রায় ৪০ একর জমিতে তিনি তার খামারটি গড়ে তোলেন। এর মধ্যে এবার ৫ হেক্টর জমিতে ব্রি-৬, এক হেক্টর জমিতে হিরা-১০ ও আধা হেক্টও জমিতে বিনা-১৭ ধান চাষ করে অধিক ফলন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। গেল বছর তিনি পেঁয়াজের বাম্পার ফলন উৎপাদন করে অর্ধকোটি টাকা আয় করেন। এবার ধানের পাশপাশি পাহাড়ি আদার চাষ করে বাম্পান ফলন আশা করছেন। এদিকে মাঠ সমাবেশে উপস্থিত এলাকার ফারুক মেম্বার জানান, বিপ্লব মোল্লা সারাদিনই তার খামারে সময় দেন। পরিশ্রম করেন। শিক্ষিত যুবকদের কাছে তিনি উদাহরণ হয়ে ওঠেছেন। সমাবেশে শতাধিক কৃষক উপস্থিত থেকে ওই খামারের সফলতা ও কৃষি উৎপাদনের দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। কৃষি বিভাগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে ওই খামারের ফসল কাটা পরিচালনা করেন। আধুনিক মেশিনে ফসল কাটা হয়।

বাবুগঞ্জে নদীভাঙন এলাকা প

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

সুগন্ধা নদীভাঙনে বিলীন হওয়ার পথে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাতায়াতের একমাত্র সড়কটি। গত বৃহস্পতিবার ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন ওই এলাকার সন্তান ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন। তিনি ভাঙনকবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং ভাঙনরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে স্থানীয়দের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, নদী ভাঙনরোধে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। এর অংশ হিসেবে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন